"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV সোমবার , ২৩ নভেম্বর ২০২৬ | বর্ষ:০১,সংখ্যা :২১ | noakhalikhabarexpress.com

কোম্পানিগন্জে টিসিবির পণ্য ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগ, ক্ষুব্ধ কার্ডধারীরা



কোম্পানীগঞ্জ প্রতিনিধি:
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য বিতরণে ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে ডাল ও চিনি কম পাওয়ার অভিযোগ করেছেন কয়েকজন কার্ডধারী। এ ঘটনায় ক্রেতাদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।
শনিবার (২১ নভেম্বর) উপজেলার চরপার্বতী ইউনিয়নের কদমতলা বাজারে টিসিবির পণ্য বিক্রির সময় এ অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় ডিলারের মাধ্যমে পণ্য কেনার পর কয়েকজন ক্রেতা বাইরে ওজন করে দেখেন, প্যাকেটে নির্ধারিত পরিমাণের তুলনায় ডাল ও চিনি কম রয়েছে।
সরকারি প্যাকেজ অনুযায়ী, একজন কার্ডধারীর জন্য ২ কেজি ডাল, ১ কেজি চিনি, ২ লিটার সয়াবিন তেল ও দুটি সাবান দেওয়ার কথা। কিন্তু অভিযোগকারীদের দাবি, কোনো কোনো প্যাকেটে ডাল ২০০ গ্রাম এবং চিনি ১০০ গ্রাম পর্যন্ত কম পাওয়া গেছে।
কার্ডধারী মো. মাসুদ জানান, পণ্য কেনার পর বাড়ি ফেরার পথে অন্যদের ওজন করতে দেখে তিনিও নিজের পণ্য পরীক্ষা করেন। তখন ডাল ও চিনির পরিমাণ কম দেখতে পান। আরেক ক্রেতা হানিফও একই ধরনের অভিযোগ করেছেন।
অভিযোগের বিষয়ে চরপার্বতী ইউনিয়নের আবদুল্লাহ ট্রেডার্সের সাবডিলার কামরুল ইসলাম বলেন, ওজন করার সময় কোনো প্যাকেটে কম, আবার কোনো প্যাকেটে বেশি হয়ে থাকতে পারে।
এদিকে শুধু ওজন নয়, টিসিবির পণ্য বিতরণে আরও কিছু অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন সুবিধাভোগীরা। তাঁদের দাবি, কোনো কোনো স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসারের অনুপস্থিতিতে পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময় বিক্রি না করা এবং প্রচারের ঘাটতির কারণেও অনেক কার্ডধারী ভোগান্তিতে পড়ছেন।
বসুরহাট পৌরসভার কয়েকজন সুবিধাভোগীর অভিযোগ, গত দুই মাস তাঁরা টিসিবির পণ্য পাননি। দীর্ঘ বিরতির পর পণ্য বিক্রি শুরু হলেও পৌরসভার ৭২৭ জন কার্ডধারীকে পণ্য সংগ্রহের জন্য সিরাজপুর ইউনিয়নে যেতে হচ্ছে। এতে অতিরিক্ত যাতায়াত খরচ ও সময়ের অপচয় হচ্ছে।
এ ছাড়া মুছাপুর ও চরপার্বতী এলাকার কয়েকজন সুবিধাভোগী পণ্যের মূল্য ও তেল সরবরাহ নিয়েও অভিযোগ করেছেন। তাঁদের দাবি, নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে এবং তেল না দিয়ে অন্য পণ্য সরবরাহের ঘটনাও ঘটছে।
অভিযোগের বিষয়ে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমান জানিয়েছেন, বিষয়টি তদন্ত করে বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
স্বল্প আয়ের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা পূরণে টিসিবির কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ। তাই পণ্যের সঠিক ওজন, নির্ধারিত মূল্য এবং স্বচ্ছ বিতরণব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন সুবিধাভোগীরা।

তিন অবুঝ সন্তানের কাছ থেকে মাকে কেড়ে নিও না,-স্ত্রীর চিকিৎসায় সহযোগিতা চান নোবিপ্রবি শিক্ষক



নোয়াখালী প্রতিনিধি:
মরণব্যাধি ক্যানসারে আক্রান্ত স্ত্রীকে বাঁচাতে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ওয়ালিউর রহমান আকন্দ বিপুল। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে স্ত্রীর চিকিৎসা চালিয়ে আসছেন তিনি। কিন্তু চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে গিয়ে পরিবারের সঞ্চয় শেষ হওয়ার পাশাপাশি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এই শিক্ষক।
২১ নভেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষকের স্ত্রী মোছা. রুবিয়া পারভীনের শরীরে ২০২২ সালে স্তন ক্যানসার শনাক্ত হয়। তখন রোগটি তৃতীয় পর্যায়ে ছিল। এরপর থেকে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে চিকিৎসা চালিয়ে আসছে পরিবারটি। দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় ইতোমধ্যে প্রায় ৬০ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।
শিক্ষক ওয়ালিউর রহমান আকন্দ বিপুলের ভাষ্য অনুযায়ী, স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য পরিবারের সঞ্চয়, জিপিএফ তহবিল এবং আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতা মিলিয়ে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে গিয়ে বর্তমানে তাঁর প্রায় ৫০ লাখ টাকা ঋণ হয়েছে।
চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, স্ত্রীর উন্নত চিকিৎসার জন্য আরও প্রায় ৬০ থেকে ৭০ লাখ টাকা প্রয়োজন। কিন্তু একজন শিক্ষক হিসেবে নিজের আয় দিয়ে এত বড় ব্যয় বহন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে।
এদিকে, শিক্ষকের স্ত্রীর চিকিৎসায় সহযোগিতার জন্য নোবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের এই মানবিক উদ্যোগে পরিবারটি আশাবাদী হয়ে উঠেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার খবর জানতে পেরে আবেগাপ্লুত হয়েছেন রুবিয়া পারভীন।
তিন সন্তানের মাকে সুস্থ করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই এখন শিক্ষক বিপুলের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে একদিকে চিকিৎসার ব্যয়, অন্যদিকে সন্তানদের ভবিষ্যৎ—সব মিলিয়ে কঠিন সময় পার করছেন তিনি।
এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাবেক শিক্ষার্থী এবং দেশ-বিদেশের সামর্থ্যবান মানুষের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন ওয়ালিউর রহমান আকন্দ বিপুল। তাঁর আশা, সম্মিলিত সহযোগিতায় স্ত্রীর উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।
একজন মায়ের জীবন রক্ষার এই লড়াইয়ে মানবিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তাঁদের মতে, সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের পাশে দাঁড়ালে একটি পরিবার নতুন করে বেঁচে থাকার আশা খুঁজে পেতে পারে।



ফলনের অপেক্ষায় থাকা ২০ শতক জমির টমেটোগাছ কেটে দিল দুর্বৃত্তরা, দিশেহারা কৃষক
নোয়াখালী প্রতিনিধি:
নোয়াখালীতে এক দরিদ্র কৃষকের ২০ শতক জমির ফলন্ত টমেটোগাছের পোড়া কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। দীর্ঘদিনের শ্রম, অর্থ ও পরিচর্যায় গড়ে তোলা স্বপ্নের ফসল এক রাতেই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষক মনির আহাম্মদ। এ ঘটনায় তাঁর আসন্ন পৌসুমের সম্ভাব্য আয় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।
গত শনিবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে নোয়াখালীর একটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কৃষক মনির উন্নত জাতের হাইব্রিড টমেটোর বীজ সংগ্রহ করে আগাম চাষ শুরু করেছিলেন। জমি প্রস্তুত থেকে শুরু করে বীজ রোপণ, সার, সেচ ও পরিচর্যা—সবকিছুতেই দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করেছেন তিনি।
ইতোমধ্যে টমেটোগাছগুলোতে ফুল আসার পাশাপাশি ফল ধরতে শুরু করেছিল। আর কিছুদিন পরই গাছ থেকে টমেটো সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু শনিবার বিকেলে জমিতে গিয়ে সব গাছের গোড়া কাটা অবস্থায় দেখতে পান। চোখের সামনে নিজের পরিশ্রমের ফসল নষ্ট হয়ে যেতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন কৃষক।
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক মনির আহাম্মদের দাবি, ধারদেনা করে প্রায় ৮০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে তিনি ২০ শতক জমিতে টমেটো চাষ করেছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ফলন পেলে ওই জমি থেকে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার টমেটো বিক্রি করার আশা ছিল তাঁর। কিন্তু দুর্বৃত্তদের এমন কর্মকাণ্ডে তাঁর সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে।
ঘটনার পর কৃষক বিষয়টি স্থানীয় আনন্দবাজার সমাবিন উৎপাদনকারী কৃষক সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দকে জানান। পরে সমিতির সভাপতি মো. বাবুলসহ অন্য সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত জমি পরিদর্শন করেন।
সমিতির সভাপতি মো. বাবুল এ ঘটনাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় উল্লেখ করে বলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত বিরোধ থাকতে পারে। কিন্তু সেই বিরোধের কারণে একজন কৃষকের ফসল নষ্ট করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।
এদিকে কৃষকের ক্ষতির বিষয়টি জানার পর সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তারাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
ঘটনার পর ২২ নভেম্বর কৃষক মনির আহাম্মদ আর্থিক সহযোগিতা চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেন এবং সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দেন বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কৃষিকাজের আয় দিয়েই কৃষক মনিরের সংসার চলে। জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। এমন ঘটনায় শুধু একজন কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হননি, বরং কৃষিকাজে আগ্রহী অন্য কৃষকদের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক তাঁর বিনিয়োগের ক্ষতিপূরণ এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি

১১৫ পদ শূন্য, রোগীর ধারণ ক্ষমতার কয়েকগুণ --চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল



নিজস্ব প্রতিবেদক | নোয়াখালী
নোয়াখালী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে দীর্ঘদিনের জনবল সংকট ও রোগীর অতিরিক্ত চাপে চিকিৎসাসেবা পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন নির্ধারিত শয্যার তুলনায় কয়েক গুণ বেশি রোগী ভর্তি থাকায় চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুরোনো হাসপাতাল ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা। ফলে উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রত্যাশা নিয়ে হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের স্বজনদের নানা ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে।
হাসপাতাল সূত্রের বরাত দিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত ২৮৪টি পদের মধ্যে ১১৫টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। শূন্য পদের তালিকায় রয়েছে উপপরিচালক, সহকারী পরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ। পাশাপাশি ০১ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও মেডিকেল কর্মকর্তার পদও শূন্য থাকার তথ্য উঠে এসেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের মধ্যেও ০৬টি পদ খালি রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
জনবল সংকটের প্রভাব পড়ছে হাসপাতালের নৈমন্দিন কার্যক্রমে। প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী কম থাকায় রোগীদের সেবা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান কর্মীদের বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। বিশেষ করে রোগীর চাপ বেড়ে গেলে চিকিৎসাসেবা, ওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে।
২৫০ শয্যার হাসপাতালে রোগী চার-পাঁচ গুণ
হাসপাতালটির সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি হলো রোগীর অতিরিক্ত চাপ। নার্সদের ভাষ্য অনুযায়ী, অনেক সময় ২৫০ শয্যার এই হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা নির্ধারিত ধারণক্ষমতার চার থেকে পাঁচ গুণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে সব রোগীর জন্য পর্যাপ্ত শয্যা ও প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।
রোগীর সংখ্যা বেশি হলে চিকিৎসক ও নার্সদের একই সময়ে অনেক রোগীর দায়িত্ব সামলাতে হয়। এতে সেবার স্বাভাবিক গতি বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে রোগীর স্বজনদেরও শয্যা, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়।
হাসপাতালটি শুধু নোয়াখালীর নয়টি উপজেলার মানুষের চিকিৎসার অন্যতম ভরসাস্থল। পাশাপাশি লক্ষ্মীপুরসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার রোগীরাও এখানে চিকিৎসা নিতে আসেন। ফলে প্রতিদিনের রোগীর চাপ সামাল দেওয়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
প্রশাসনিক পদ শূন্য থাকায় বাড়ছে ভোগান্তি
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাসপাতালের সহকারী পরিচালকের পদটি গত ১২ মার্চ চিকিৎসক ডা. হাসিনা জাহান অবসরে যাওয়ার পর শূন্য হয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হলে উপপরিচালকের পদটিও শূন্য হয়ে পড়ে।
হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. রাজিব আহমেদ চৌধুরী জানিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলো শূন্য থাকায় হাসপাতালের নিয়মিত প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তিনি দ্রুত এসব পদে কর্মকর্তা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।
ঝুঁকিপূর্ণ পুরোনো ভবন, চলছে নতুন ভবনের কাজ
জনবল সংকটের পাশাপাশি হাসপাতালের পুরোনো ভবনের অবস্থাও উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ভবনটি জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার পরিবেশ ও হাসপাতালের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে।
এ সমস্যা সমাধানে হাসপাতালের জন্য নতুন আটতলা ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। তবে নতুন ভবন নির্মাণ শেষ হয়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও জনবলসহ পূর্ণাঙ্গভাবে চালু না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান সংকট পুরোপুরি কাটবে না বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা।
দ্রুত জনবল নিয়োগের দাবি
নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে বিপুলসংখ্যক পদ শূন্য থাকা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগজনক। শুধু ভবন নির্মাণ বা শয্যা বাড়ালেই রোগীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়; একই সঙ্গে প্রয়োজন পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য কর্মচারী।
হাসপাতালের সিভিল সার্জন ও ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ডা. আনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, জনবল সংকটের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে। নতুন ভবন সম্পন্ন হয়ে হস্তান্তর করা হলে হাসপাতালের জায়গা ও সেবাসংক্রান্ত কিছু সমস্যার সমাধান হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

"সত্যের সন্ধানে অবিচল"
Noakhali Khabar Express
নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস
NOAKHALI KHABAR EXPRESS
নোয়াখালী
অনলাইন ই-পেপার | NOV | সোমবার , ২৩ নভেম্বর ২০২৬ | দ্বিতীয় পৃষ্ঠা | noakhalikhabarexpress.com



গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের উন্নয়নে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ নেবে সরকার: আইন সচিব

নোয়াখালী প্রতিনিধি:

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার জয়াগে অবস্থিত ঐতিহাসিক গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণে সরকার পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা।

শুক্রবার (২০ নভেম্বর) সকালে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আশ্বাস দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সোনাইমুড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাসেল ইকবাল।

মতবিনিময় সভায় আইন সচিব বলেন, মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিবিজড়িত এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার রক্ষা এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের কাছে বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা পৌঁছে দেওয়া এবং দারিদ্র্য বিমোচনে প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

সভায় গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সচিব রাহা নব কুমার স্বাগত বক্তব্য দেন। এ সময় ট্রাস্টের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। বক্তারা জানান, প্রতিষ্ঠানটি শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

এ ছাড়া চরকা ও কুটিরশিল্পের প্রসার, মৎস্য চাষ, কৃষি উন্নয়ন, বনায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, শিক্ষা ও আইসিটি প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রমের কথাও সভায় তুলে ধরা হয়।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নেওয়া স্থানীয় প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ট্রাস্টের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার জন্য সরকারি আর্থিক সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানোর আহ্বান জানান। তাঁদের মতে, পর্যাপ্ত সহায়তা পেলে প্রতিষ্ঠানটি নোয়াখালীসহ আশপাশের অঞ্চলের মানুষের জন্য আরও বেশি সামাজিক ও মানবিক সেবা দিতে পারবে।

সভা শেষে আইন সচিব ও অন্যান্য অতিথি গান্ধী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট, গান্ধী মেমোরিয়াল মিউজিয়াম, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ইউনিট, মৎস্য ও কৃষি প্রকল্প এবং বনায়নসহ ট্রাস্টের বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, সরকারের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা বাড়লে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আরও বিস্তৃত হবে। এতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে।



লক্ষ্মীপুরের রামগতি-কমলনগরে নদীভাঙন, ঝুঁকিতে উপকূলের লাখো মানুষ

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি:

লক্ষ্মীপুরের উপকূলীয় রামগতি ও কমলনগর উপজেলায় মেঘনা নদীর ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে। টানা বর্ষণ ও বৈরী আবহাওয়ার প্রভাবে নদীর প্রবল স্রোতে বিভিন্ন স্থানে তীর সংরক্ষণ বাঁধের ব্লক ধসে পড়ছে। নতুন করে অন্তত ১৫ থেকে ২০টি স্থানে ভাঙন দেখা দেওয়ায় উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়ি, ফসলি জমি, রাস্তাঘাট ও সরকারি স্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

২২ নভেম্বর প্রকাশিত স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রামগতি ও কমলনগরের কয়েকটি এলাকায় নদীর তীর রক্ষা বাঁধ ঝুঁকির মুখে পড়েছে। কমলনগরের লুধুয়া, পাটারীরহাট, সাহেবেরহাট, নবীগঞ্জ ও মতিরহাট এবং রামগতির বয়ারচর, চরগাজী, রঘুনাথপুর ও আলেকজান্ডার এলাকায় ভাঙনের প্রভাব দেখা গেছে।

বিশেষ করে রামগতি ও নোয়াখালীর হাতিয়া সীমান্তবর্তী বয়ারচর এলাকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। এলাকাটির একদিকে ভুলুয়া নদী এবং অন্য দুই পাশে মেঘনা নদীর প্রবল স্রোত আঘাত হানছে। এতে বসতভিটা ও কৃষিজমি হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নদীভাঙন প্রতিরোধে তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণের কাজ চলমান থাকলেও বিভিন্ন স্থানে কাজের ধীরগতি এবং নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কারণে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকটি স্থানে নির্মিত জিওব্যাগ জোয়ারের পানিতে সরে যাওয়ার অভিযোগও করেছেন তাঁরা।

বয়ারচরের বাসিন্দাদের ভাষ্য, দীর্ঘদিন ধরে নদীভাঙন চললেও স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয়। দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আরও বহু পরিবার বসতভিটা হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হতে পারে। একই সঙ্গে কৃষিজমি ও স্থানীয় যোগাযোগব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বাতিল হওয়া কিছু প্যাকেজ পুনরায় দরপত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তাঁরা জানিয়েছেন।

উপকূলীয় মানুষের জীবন-জীবিকা ও বসতভিটা রক্ষায় নদীভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলোতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। তাঁদের প্রত্যাশা, সাময়িক প্রতিরোধের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে।



চট্টগ্রামে চা-শ্রমিকদের ছিনতাই হওয়া ৫ লাখ ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি:

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার ভুজপুরে পঞ্চবটি চা-বাগানের শ্রমিকদের বেতন-বোনাসের জন্য নেওয়া ছিনতাই হওয়া অর্থের একটি বড় অংশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার প্রায় এক মাস পর একটি বসতবাড়ির বাঁশের সিলিংয়ের ওপর লুকিয়ে রাখা ব্যাগ থেকে ৫ লাখ ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ অক্টোবর দিনদুপুরে পঞ্চবটি চা-বাগানের ভেতরে শ্রমিকদের বেতন-বোনাসের টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এ সময় দুর্বৃত্তরা চা-বাগানের কর্মকর্তাসহ দুজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। পরে শ্রমিকদের বেতন-বোনাসের জন্য নেওয়া ৭ লাখ ৩৩ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় তারা।

ঘটনার পরপরই ভুজপুর থানা-পুলিশ অভিযান শুরু করে। ধারাবাহিক অভিযানে এ পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্য এবং আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির সূত্র ধরে ছিনতাই হওয়া অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালায় পুলিশ।

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ জানান, ২১ নভেম্বর রাতে ভুজপুর এলাকার একটি বসতবাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫ লাখ ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। বাড়িটির বাঁশের সিলিংয়ের ওপর একটি কালো ব্যাগে এসব টাকা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঘটনার পর প্রথমে মোহাম্মদ আবু ও জিহান উদ্দীনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মো. সম্রাট ও মো. রাশেদকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি এলাকা থেকে ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত মো. জাবেদকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সর্বশেষ ১৯ নভেম্বর ভুজপুর বাজারের ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে মো. সুমন ওরফে সিসিলেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এবং জাবেদের স্ত্রী লিলু আক্তারের দেখানো মতে বসতঘরের সিলিং থেকে টাকাভর্তি ব্যাগটি উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ছিনতাই হওয়া মোট ৭ লাখ ৩৩ হাজার টাকার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৫ লাখ ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। বাকি ২ লাখ টাকা উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

চা-শ্রমিকদের বেতন-বোনাসের অর্থ ছিনতাইয়ের ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে



দেশের পাঁচ বিভাগে বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদক:

দেশের পাঁচ বিভাগে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। ২২ নভেম্বর প্রকাশিত পূর্বাভাসে রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২২ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় দেশের পাঁচ বিভাগের কিছু এলাকায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ সময় অন্যান্য এলাকার আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে সার্বিকভাবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকার কথা বলা হয়েছে।

তাপমাত্রার বিষয়ে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ফলে আবহাওয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, পূর্ববর্তী ২৪ ঘণ্টায় রাজশাহীর বদলগাছীতে সর্বোচ্চ ২৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। একই সময়ে সাগোরে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিকে মৌসুমি স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে এবং এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

সম্ভাব্য বৃষ্টিপাতের কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ ও বাইরে চলাচলকারী ব্যক্তিদের আবহাওয়ার সর্বশেষ পূর্বাভাসের দিকে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে বজ্রসহ বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে বা জলাশয়ের পাশে অবস্থান না করাই নিরাপদ।



চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে নেই মুশফিক

ক্রীড়া প্রতিবেদক:

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচে খেলতে পারছেন না বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। কুঁচকির চোটের কারণে তাঁকে দল থেকে ছিটকে যেতে হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারের অনুপস্থিতি বাংলাদেশ দলের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জোহানেসবার্গে সিরিজের প্রথম টেস্ট চলাকালে বাম কুঁচকিতে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন মুশফিকুর। ম্যাচ শেষে তাঁর এমআরআই পরীক্ষা করা হলে পেলভিসের হাড়ের আশপাশে প্রদাহ ও অস্বস্তির বিষয়টি ধরা পড়ে।

জাতীয় দলের ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম খানের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চোটের অবনতি ঠেকাতে মুশফিকুরকে তাৎক্ষণিক বিশ্রাম ও নির্দিষ্ট পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এ কারণে দ্বিতীয় টেস্টে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর পরিবর্তে নতুন কাউকে দলে নেওয়ার বিষয়ে বিসিবি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো নাম ঘোষণা করেনি।

সিরিজের প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৯ উইকেটে পরাজিত হয় বাংলাদেশ। ওই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে মুশফিকুর কোনো রান করতে পারেননি। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ২২ রান। ফলে দ্বিতীয় টেস্টে সিরিজে সমতা ফেরাতে বাংলাদেশকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

আগামী ২৩ নভেম্বর সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্কে শুরু হওয়ার কথা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। প্রথম ম্যাচের পরাজয় কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে ব্যাটিং ও বোলিং—দুই বিভাগেই ভালো পারফরম্যান্স প্রয়োজন বাংলাদেশের।

উল্লেখ্য, চলতি মাসেই টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে সাত হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন মুশফিকুর রহিম। তাঁর অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিকতা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর অনুপস্থিতি বাংলাদেশের ব্যাটিং পরিকল্পনায় বাড়তি চাপ তৈরি করতে পারে।